দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR 09 2000
পৃষ্ঠা ৪

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান

আমার লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা সমস্যার পরই নিঃসন্দেহে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আলোচনার যোগ্য।

প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থার কথায় আসা যাক। পৃথিবীতে এখন শিক্ষা ব্যবস্থার বহুমুখী প্রসার ঘটছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল, কলেজ এবং পরিবর্তিতে উচ্চতর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। এই স্কুল ও কলেজে কি ধরনের লেখাপড়া হচ্ছে? আমাদের দেশে কি হচ্ছে? উন্নত দেশগুলোতে কি হচ্ছে?

স্কুল ব্যবস্থাটা শুরু হয় অনেক আগে। আদিম মানুষ তার চারপাশের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। পরে এই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই জ্ঞান কালক্রমে দক্ষতায় রূপান্তরিত হয়। এবং এরপর থেকে মানুষ ভাবতে থাকে তার এই জ্ঞান এবং দক্ষতার সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই পত্তন ঘটে বিদ্যালয়ের যেখানে অন্যকে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করে সেই জ্ঞান সংরক্ষণের চেষ্টা হলো। তাই প্রথমদিকে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তিরাই শিক্ষা গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে শিক্ষা গ্রহণের বয়স কমে আসতে থাকে এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। পূর্ববর্তী এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান সাংগঠনিক রূপই হলো স্কুল বা বিদ্যালয়।

এবার একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, স্কুল নামে শিক্ষা ব্যবস্থার মানুষ প্রচলন করেছিল তার মূল আদর্শের কতখানি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান। আমরা সঠিক পথ থেকে কতখানি দূরে সরে এসেছি। শিক্ষা, শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য। খালি চাকরি পাবার জন্য জ্ঞানার্জন নয়।

আমাদের দেশ বহু বছর পরাধীন ছিল। পরাধীন থাকাকালীন আমাদের পরিচয় ঘটে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে। তবে তখনকার দিনে যা আধুনিক ছিল বর্তমান যুগে তা পুরনো ও বাতিল। কারণ যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতোমধ্যে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও বিভক্তি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিভক্তি ও আমাদের দেশের স্বাধীনতাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। পরিবর্তন এসেছে অনেক। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শতাব্দির প্রথমভাগে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আজও তা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র মুখস্ত করা এবং তা পরীক্ষার খাতায় লিখে দেবার পাশে এখনও আমাদের শিক্ষার মান আটকা পড়ে আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে অনেক বাস্তব ও কর্মমুখী এবং তা মেধার যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পথে সহায়ক। তাই আমরা পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে শুধু অন্যদের থেকে পিছিয়ে থাকছি। আমাদের এখন উচিত বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে চিন্তাভাবনা করে।

'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'। ছোটবেলা থেকেই 'গাড়ি-ঘোড়ার' লোভটা আমাদের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হল যাতে আমরা ভালভাবে লেখাপড়া করি।

যেন গাড়ি-ঘোড়ায় চড়াই শিক্ষিত হবার লক্ষ্য। এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনার ফল হচ্ছে কি? ফল হচ্ছে আমাদের বেকার সমস্যা। যা আমাদের নিজেদের তৈরি। কেউ একজন বড় কয়েকটা ডিগ্রি নিয়ে ভাবতে থাকে আমি ভালভাবে বেঁচে থাকব। ভাল চাকরি করব। কিন্তু যখন ভাল কাজ পাওয়া যায় না তখন ভালভাবে বাঁচার আশাটাও যেন দপ করে নিভে যায়। এখানেও কথা আছে। ভাল কাজ বলতে আমরা শুধু বড় অর্থাৎ ভাল চাকরি বুঝি। ফলে লোকেরা বড় বড় ডিগ্রি নিয়েও হতাশ হয়ে বসে থাকছে। বাড়ছে আমাদের বেকার সমস্যা। কিন্তু সমাজের সবাই যদি বোঝে লেখাপড়ার আসল সম্পর্ক চাকরির সাথে, গাড়ি-ঘোড়ার সাথে নয়, আসল সম্পর্ক নিজের সাথে, নিজের চিন্তাভাবনা এবং প্রজ্ঞার সাথে, তাহলে হয়ত আমরা লেখাপড়ার অহংকার বাদ দিয়ে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করতাম। ভাল চাকরি না পাওয়া গেলে কি হয়েছে, অন্য অনেক কাজ আছে যা শুরুতে ছোট মনে হলেও তার সীমানা অনেকদূর পর্যন্ত। এ ধরনের কাজ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। নতুবা আমরাই বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকব। এজন্য শ্রমের মূল্যবোধের প্রয়োজন। সেটা কায়িক শ্রমই হোক বা মানসিক শ্রমই হোক। বিদেশে একজন ছাত্র পড়ালেখার পাশাপাশি নানা ধরনের ছোটখাটো কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই মূল্যবোধটা সবার মাঝে এখনও জাগ্রত হয়নি।

আমাদের চোখ মেলে চারদিকে তাকাতে হবে। বিসর্জন দিতে হবে পুরনো, অকেজো চিন্তাভাবনা। তাহলেই গোটা সমাজ তথা দেশ জুড়ে আমরা একটা পরিবর্তন আশা করতে পারি। তাহলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান ভাল হবে। গোটা দেশবাসী সুখে থাকতে পারবে।

তানজিমুল ইসলাম (সৈকত)
বয়স-১৩
বাসা নং-২৬১/১
শহীদ ইউসুফ রোড
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।